যুগান্তর

তারিখ ২৯/১/০৯
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

অভিভাবকহীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ 'ভিসি' পদটি ১৩ দিন ধরে শূন্য অবস্থায় আছে। ১৫ জানুয়ারি জামায়াতপন্থী ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ সিরাজুল হক পদত্যাগ করার পর অদ্যাবধি কাউকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়নি। আইন-শৃংখলা রক্ষায় দায়িত্বে নিয়োজিত প্রক্টর পদটিও ৩ জানুয়ারি থেকে খালি পড়ে আছে। সরকার পরিবর্তনের পর থেকে জামায়াতপন্থী ভিসি আর ক্যাম্পাসে আসেননি। তিনি ঢাকার বাসায় সময় ক্ষেপণ করে ১৫ জানুয়ারি পদত্যাগ করেন। ফলে এক মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে সর্বকালের সর্বোচ্চ অচলাবস্থা। পাশাপাশি ভিসি ও প্রক্টর পদে কাউকে নিয়োগ না দেয়ায় শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ভিসি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে। অফিসগুলোতে জমেছে ফাইলের স্তূপ। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। অধিকাংশ বিভাগের শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে আসছেন না। ফলে ক্লাসও হচ্ছে না। আবাসিক হলগুলোতেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেখানে হল প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষক কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচনের পর থেকে কোন আবাসিক শিক্ষক হলগুলোতে আসেননি। মাঝেমধ্যে দু'-একটি হলের প্রভোস্টরা অফিসে এলেও দায়সারা গোছের কাজ করে চলে যাচ্ছেন। এতে ৬টি আবাসিক হলের ছাত্রছাত্রীরা পড়েছে চরম বিপাকে। আবাসিক হলগুলোতে অবস্থানকারী এসব ছাত্রছাত্রীর সুবিধা-অসুবিধা দেখার কেউ নেই। হল প্রভোস্ট ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানরা ক্যাম্পাসে না আসায় তাদের স্বাক্ষরের অভাবে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা সনদপত্র তুলতে পারছে না।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ — যুগান্তর

পানি সংকট, ডাইনিং বন্ধ, পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যাসহ চোরের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে হলগুলোতে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদটি শূন্য থাকায় প্রভোস্টদের পাশাপাশি কর্মচারীরাও আসছেন না হল ও অফিসগুলোতে। নির্ধারিত গার্ড না থাকায় ২১ জানুয়ারি জিয়াউর রহমান হল থেকে ছাত্রদের একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম রঙিন টেলিভিশন সেটটি চুরি হয়ে যায়। একই দিন কর্মচারীরা দেশি মারধর করে আহত করে অডিট ও হিসাব শাখার উপ-পরিচালক আকামুদ্দিন বিশ্বাসকে। প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। জোট সরকারের আমলে ও গত দুই বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রি জালিয়াতিসহ নানা একাডেমিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। সেশনজট ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বিভাগে বর্তমানে দুই থেকে আড়াই বছরের সেশনজট বিরাজ করছে। গত এক মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয় অচল থাকায় বিরাজমান সেশনজটে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। নতুন করে সেশনজটের কবলে পড়ায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। ভিসি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ায় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়লে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের অসীম সংযম প্রদর্শনের ফলে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এখনও শান্ত রয়েছে। ইতিমধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হওয়ার জন্য অনেক শিক্ষক সরকারের সঙ্গে লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। ভিসি হতে আগ্রহীদের মধ্যে ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. এম আলাউদ্দিন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল আহসান চৌধুরী, অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক ড. মামুন ও ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সাত্তারের নাম জানা গেছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুবকর সিদ্দিকীসহ রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হওয়ার জন্য সরকারের সঙ্গে দেনদরবার করছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।